যুগান্তর

15 MAR 2017

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

দ্বিতীয় দিনের মতো ছাত্রীদের সড়ক অবরোধ

যুগান্তর রিপোর্ট

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউটের মর্যাদা দেয়ার দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো নীলক্ষেত-নিউ মার্কেট মোড় অবরোধ করেন প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রীরা। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ছাত্রীরা মোড়ে পোস্টার ব্যানার নিয়ে অবস্থান নেয়ার পাশাপাশি স্লোগান দেন। দুপুর ২টার দিকে তারা এ অবরোধ তুলে নেন। সোমবার একই দাবিতে তারা সড়ক অবরোধ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১০টার দিকে নিউমার্কেট-নীলক্ষেত মোড়ে কলেজের শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করলে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তারা চৌরাস্তার চারপাশে সারি করে বসে যান। এ সময় মিরপুর রোড, আজিমপুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউমার্কেটের ১ নম্বর গেটের পাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হলে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে পড়েন। এর আগে সোমবার একই দাবিতে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী তিন ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। তারা ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ঘোষণা দেন।

মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রী ও আন্দোলনের সমন্বয়ক সাবরিন সুলতানা সুমিনুর অবরোধ সমাপ্ত করার ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি বলেন, আজকের মতো অবরোধ তুলে নিচ্ছি। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ আন্দোলন চলবে। আগামীকাল (বুধবার) নিউমার্কেট-নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করা হবে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছয় মাস আগে তারা আন্দোলন স্থগিত করেছিলেন। তাদের দাবি পূরণের দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ার কারণে তারা আবারও আন্দোলনে নেমেছেন। কলেজের শিক্ষকরাও বলেছিলেন, মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ নিয়ে তারা কথা বলবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ইন্সটিটিউট করার দাবিতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন তারা। ৪ অক্টোবর নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করলে শিক্ষামন্ত্রী দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। পরে শিক্ষাসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করে দেন শিক্ষামন্ত্রী। ছয় মাসেও কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় শনিবার থেকে শিক্ষার্থীরা ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে আবারও আন্দোলনে নামেন।

শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ সুরাইয়া বেগম। তিনি বলেন, বিষয়টির সমাধানের জন্য তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেও তাদের বুঝাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছি। রাস্তা অবরোধ করে জনদুর্ভোগ তৈরি করে আন্দোলন করতে ছাত্রীদের নিষেধও করেছি।